সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার বিষয়ক সহায়ক পুস্তিকা

আমাদের সংবিধান
আমাদের অধিকার

জুন ২০১৯

participates
in survival strategies
of coastal poor
COAST Coastal Association for
Social Transformation Trust

participates
in survival strategies
of coastal poor
COAST Coastal Association for Social Transformation Trust

প্রণয়ন ও সম্পাদনা পরিষদ
সম্পাদক : মিনার মনসুর
সদস্য : রেজাউল করিম চৌধুরী
ও বরকত উল্লাহ মারুফ

আইনি পরামর্শ
সুব্রত চৌধুরী, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
প্রথম প্রকাশ : ২৬ মার্চ, ২০০৬
প্রকাশক : সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র)
(সহযোগিতায়: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন)
দ্বিতীয় সংস্করণ: ৪ নভেম্বর, ২০০৭
তৃতীয় সংস্করণ: ২৮ জুন, ২০১৯

প্রকাশক : কোস্ট ট্রাস্ট
বাড়ি নং ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮৮০২৫৮১৫০০৮২/৯১২০৩৫৮/৯১১৮৪৩৫/৯১২৬১৩১
ফ্যাক্স : +৮৮০২৫৮১৫২৫৫৫
ই-মেইল : info@coastbd.net website: www.coastbd.net

সচিত্রকরণ : মঞ্জুর কাদের আমিন

*'আমাদের সংবিধান/আমাদের অধিকার' শীর্ষক এই পুস্তিকাটি প্রণয়ন ও প্রকাশে সহায়তা করেছে **মানুষের জন্য (প্রথম সংস্করণ)**। যথাযথ স্বীকৃতিসহ এই উপকরণ বা এর যেকোন অংশ ব্যবহার, মুদ্রণ বা পুনর্মুদ্রণ করার যেতে পারে। এই উপকরণকে আরও সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্যে আপনার যেকোন মতামত ও পরামর্শকে আমরা স্বাগত জানাই।*

মতামত ও পরামর্শ পাঠাবার ঠিকানা:
কোস্ট ট্রাস্ট
বাড়ি নং ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮৮০২৫৮১৫০০৮২/৯১২০৩৫৮/৯১১৮৪৩৫/৯১২৬১৩১
ফ্যাক্স : +৮৮০২৫৮১৫২৫৫৫
ই-মেইল : info@coastbd.net website: www.coastbd.net

আগ্রহী পাঠক, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ এ পুস্তিকা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ে জানতে পাবেন:

- আমাদের দেশ কিভাবে পরিচালিত হয়?
- সংবিধান কী এবং বাংলাদেশের সংবিধান কখন গৃহীত ও বলবৎ হয়েছে?
- আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য কী?
- সংবিধানে জনগণকে কতখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে?
- জাতীয় জীবনে নারীর অংশগ্রহণ, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি এবং সরকারি কর্মচারিদের কর্তব্য সম্পর্কে সংবিধানে কী বলা হয়েছে?
- আমাদের সংবিধানে কী কী মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং এসব অধিকারের সঙ্গে জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার কোন সম্পর্ক আছে কিনা?
- মৌলিক অধিকার কীভাবে কার্যকর বা বলবৎ করা হবে? এ বিষয়ে আমাদের সংবিধানে কী বলা হয়েছে;
- মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় কী?

আমাদের দেশের নাম কী?

আমাদের দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

আমাদের দেশ কিভাবে পরিচালিত হয়?

আমাদের একটি সংবিধান আছে। সেই সংবিধান অনুযায়ি আমাদের দেশ পরিচালিত হয়।

মৌলিক অধিকার কী?

আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে সংবিধানে আমাদেরকে কতগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেইসব অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৭-৪৩ অনুচ্ছেদে 'মৌলিক অধিকার'সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

সংবিধান কী?

সংবিধান হচ্ছে আমাদের দেশ পরিচালনার একমাত্র জাতীয় দলিল। এটাই হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন এবং সকল রাষ্ট্রীয় নীতি, পদ্ধতি ও আইনের উৎস। সংবিধানে রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি ও লক্ষ্যসমূহ এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের মৌলিক অধিকারসমূহ স্পষ্টভাবে লেখা আছে। এতে নির্বাহী বিভাগ তথা সরকার, আইনসভা তথা সংসদ এবং বিচার বিভাগ তথা আদালতসমূহের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান কখন গৃহিত ও বলবৎ হয়?

বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহিত হয় ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর। একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর তা বলবৎ হয়।

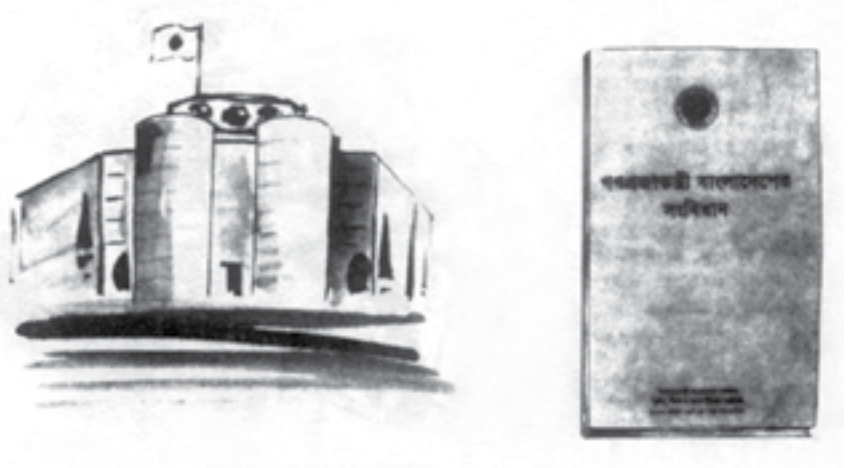

সংবিধানে আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে সংবিধানের 'প্রস্তাবনা'য় বলা হয়েছে- 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;'

সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ি আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে;

- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা;
- সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা;
- সকল নাগরিকের জন্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা।

আমাদের সংবিধানে জনগণকে কতখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে?

এ ব্যাপারে আমাদের সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- আমরা বাংলাদেশের জনগণ বা নাগরিকরাই এই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক।
- জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা করা কিভাবে প্রয়োগ করবে তা সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে। জনগণের ভোটে যারা সরকার গঠন করবেন তাদেরকে সংবিধানের সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে।
- সংবিধান সবার উপরে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, বিচারপতি, রাজনীতিবিদ, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও পুলিশসহ রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ও প্রতিষ্ঠান সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য।

সংবিধানে স্থানীয় শাসন বিষয়ে কী বলা হয়েছে?

সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে

'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে:

- রাষ্ট্র/সরকার স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতিকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে উৎসাহ দেবে।
- রাষ্ট্র/সরকার স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক ও নারীদের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করবে।

প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ে সংবিধানে কী বলা হয়েছে?

সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণে বিষয়ে বলা হয়েছে- '...প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

অর্থাৎ সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হচ্ছে:

- সরকার প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।
- প্রশাসনের সকল পর্যায় বলতে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলাসহ সকল প্রশাসনিক ইউনিটকে বোঝানো হয়েছে।
- নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই প্রশাসনের সকল পর্যায়ের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হবে। সেজন্যে প্রত্যেকটি প্রশাসনিক ইউনিটে নিয়মিত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়ে সংবিধানে কী বলা হয়েছে?

সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়ে বলা হয়েছে: 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- নারীরা সব ধরনের সরকারি-বেসরকারি কাজে অংশ নিতে পারবে। রাষ্ট্র/সরকার এব্যাপারে নারীদের সকল প্রকার সহায়তা দেবে।
- জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীরা যাতে অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারে সরকার সেজন্য যাথযথ ব্যবস্থা নেবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

নারীরা অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার সম্পর্কিত একাধিক আন্তর্জাতিক সনদেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এগুলোর মধ্যে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' সংক্ষেপে CEDAW (The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংবিধানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে কী বলা হয়েছে?

সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত ও পরিচালিত হবে।
- বাংলাদেশের সকল নাগরিক মৌলিক মানবাধিকার ও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।
- মানুষ হিসেবে মুসলমান- হিন্দু-বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান, আদিবাসী-পাহাড়ি বা বাঙালি, নারী পুরুষ, ধনী-দরিদ্রসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিক সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা পাবে।
- রাষ্ট্র/সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আমাদের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি জাতিসংঘের মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশ উক্ত ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সংবিধানে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বিষয়ে কী বলা হয়েছে?

সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বিষয়ে বলা হয়েছে:

'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শেষণ হইতে মুক্তি দান করা।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- রাষ্ট্র/সরকারের মূল দায়িত্ব হচ্ছে– কৃষক-শ্রমিক, নারী, আদিবাসী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধীসহ সকল খেটে খাওয়া ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে সবধরণের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্ত করা। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্র/সরকার উপযুক্ত আইন তৈরি করবে এবং তার যথাযথ বাস্তাবায়ন নিশ্চিত করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর ধারায়ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সার্বিক নিরাপত্তার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা বিষয়ে কী বলা হয়েছে?

সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

(১) 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।'

(২) 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান, আদিবাসী-পাহাড়ি বা বাঙালি, নারী-পুরুষ এবং ধনী-গরিব নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক যাতে সমান সুযোগ পায় সেজন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেবে।
- রাষ্ট্র/সরকার মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে এবং সম্পদের সম-বন্টন নিশ্চিত করবে।
- রাষ্ট্র/সরকার বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে একই ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্যও এটাই। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে ঘোষণাপত্রের ১, ২, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর ধারাসমূহ দেখা যেতে পারে।

সংবিধানে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারিদের কর্তব্য বিষয়ে কী বলা হয়েছে?

সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

(১) 'সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।'

(২) 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: সংবিধান ও আইন মেনে চলা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা এবং অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করা।
- আমরা নাগরিকরা নিয়মিত সরকারকে নানা রকম কর ও ভ্যাট দিয়ে থাকি। মূলত: এই টাকা থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। তাঁরা কোন বিশেষ দলের বা সরকারের নয়, তাঁরা এই রাষ্ট্রের বা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারি। তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সব সময়ে জনগণ তথা নাগরিকদের সেবা করা।

জনগণের সেবা করাই
আমাদের কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ২৬

মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল

(১) 'এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।'

(২) 'রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৭ থেখে ৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদে 'মৌলিক অধিকার'সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রচলিত কোন আইন অধিকারের এই বিধানসমূহের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- রাষ্ট্র বা সরকার মৌলিক অধিকারের এই বিধানসমূহের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। এধরণের কোন বিধান প্রণীত হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ২৭

আইনের দৃষ্টিতে সমতা

'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারি।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান, আদিবাসী-পাহাড়ি বা বাঙালি, নারী-পুরুষ এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান।
- আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রেও সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

জাতিসংঘের গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্যও এটাই। বিশেষকরে, এই ঘোষণাপত্রের ৬ ও ৭ নম্বর সুনির্দিষ্টভাবে উপরে বর্ণিত অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৮

ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

(১) 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।'

(২) 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- ধর্মীয় ভিন্নতা তথা মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান হওয়ার কারণে; জাতি বা গোষ্ঠিগত ভিন্নতা তথা বাঙালি-আদিবাসী বা পাহাড়ি হওয়ার কারণে: নারী-পুরুষ ভেদাভেদের কারণে; জন্মস্থানের তথা কোন বিশেষ জেলা বা অঞ্চলে জন্ম হওয়ার কারণে রাষ্ট্র/সরকার কোন নাগরিকের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য দেখাবে না।
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পাবে। নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য বা ভেদাভেদ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২৮

ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

(৩) 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।'

এই দফায় যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- সকল ধর্মের, সকল জাতি-গোষ্ঠির, সকল অঞ্চলের সকল বর্ণের নারী-পুরুষ তথা বাংলাদেশের সকল নাগরিক বিনা-বাধায় ও বিনা-শর্তে জনসাধারণের সকল বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে যেতে পারবে।
- একইভাবে সকল নাগরিক তার পছন্দ অনুযায়ি যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১, ২, ৬ ও ৭ নম্বর ধারায়ও এই সব অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৯

সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা

(১) 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।'

(২) 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে মুসলমান-বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান, আদিবাসী-পাহাড়ি বা বাঙালি নারী-পুরুষ এবং ধনী-দরিদ্র সকল নাগরিক সমান সুযোগ পাবে।
- ধর্মীয় ভিন্নতা তথা মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান হওয়ার কারণে; জাতি বা গোষ্ঠিগত ভিন্নতা তথা আদিবাসী-পাহাড়ি বা বাঙালি হওয়ার কারণে; নারী-পুরুষ ভেদাভেদের কারণে এবং জন্মস্থানের তথা কোন বিশেষ জেলা বা অঞ্চলে জন্ম হওয়ার কারণে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে কোন নাগরিকের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য বা অবিচার করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২১ নম্বর ধারার (খ) অনুচ্ছেদেও একই বলা হয়েছে। তা ছাড়া এই ঘোষণাপত্রের ১, ২, ৭, ২৩ এবং ২৪ নম্বর ধারার মূল বক্তব্যও অনেকটা তাই।

অনুচ্ছেদ ৩১

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

'আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ি ও কেবল আইনানুযায়ি ব্যবহার লাভ যেকোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থারত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ি ব্যতিত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- পৃথিবীর যেকোন স্থানে অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের এবং অবশ্যই আইনানুযায়ি ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদেরও একই অধিকার রয়েছে।
- সরকারকেও অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে আইন মেনে চলতে হবে। সরকার বেআইনিভাবে এমন কোন কাজ করতে পারবে না যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৩, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর ধারায়ও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩২

জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ

'আইনানুযায়ী ব্যতিত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- সকল নাগরিকের বেঁচে থাকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার আছে। কাউকে বেআইনিভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৩ নম্বর ধারায়ও এই অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ৯, ১০, ১১, ১২ প্রভৃতি ধারার মূল বক্তব্যও অনেকটা তাই।

গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

(১) 'গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শিঘ্রই গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছামতো গ্রেপ্তার ও আটক রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই সংবিধানের নির্দেশনা ও আইন মেনে চলতে হবে।
- গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে; অন্যথায় তাকে থানা-হাজতে বা অন্য কোথাও আটক রাখা যাবে না।
- গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি তাঁর পছন্দমতো আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবে এবং সেই আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৯, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর ধারায় এ অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে।

গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

(২) 'গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে।
- ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কাউকে ২৪ ঘন্টার বেশি থানা-হাজতে বা অন্যত্র আটক রাখা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৯, ১০ ও ১১ নম্বর ধারার সঙ্গে এ অনুচ্ছেদের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়ার যাবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪

জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

(১) 'সকল প্রকার যবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে:

- কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কোন শ্রমনির্ভর কাজে নিয়োজিত করা আইনতঃ অপরাধ এই অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও'র 'Forced Labour Convention. 1930' শীর্ষক কনভেনশনে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। মোট ৩৩টি অনুচ্ছেদ- সংবলিত এই কনভেনশনটি কার্যকর হয়েছে ১৯৩২ সালের ১লা মে।

অনুচ্ছেদ ৩৫

বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ

(৪) 'কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।'

(৫) 'কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য দিতে না চাইলে তার উপর কোন ধরনের জোর-জবরদস্তি করা যাবে না।
- কোন অবস্থাতেই কোন ব্যক্তিকে কোনভাবে নির্যাতন করা যাবে না। কোন ব্যক্তির সঙ্গে নিষ্ঠুর বা অমানুষিক ব্যবহার বা আচরণ করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৫, ১০ ও ১১ নম্বর ধারায় প্রায় একই কথা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৬

চলাফেরার স্বাধীনতা

'জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে:

- প্রত্যেক নাগরিক বাংলাদেশের সকল স্থানে অবাধে চলাফেরা করতে পারবে।
- প্রত্যেক নাগরিক বাংলাদেশের যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন করতে পারবে।
- প্রত্যেক নাগরিক নিজের ইচ্ছা অনুযায়ি বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারবে এবং পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে ১৩ নম্বর ধারায় এ অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৭

সমাবেশের স্বাধীনতা

'জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- প্রত্যেক নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত বা একত্রিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন জনসভা ও শোভাযাত্রা বা মিছিলে যোগ দেয়ার অধিকার রয়েছে। তবে কোনভাবে জনশৃঙ্খলা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও সকলের কর্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২০ নম্বর ধারায়ও অনুরূপ অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৮

সংগঠনের স্বাধীনতা

'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে:

- রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের আওতায় প্রত্যেক নাগরিকের সমিতি বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা গঠন করার অধিকার রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে ২০ নম্বর ধারায় সমাবেশের স্বাধীনতা এবং কোন সংগঠন সদস্য বা না হওয়ার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ২৩ নম্বর ধারায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন এবং সেখানে যোগদানের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৯

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার এবং বাক-স্বাধীনতা

(১) 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজের মতো চিন্তা করতে এবং তা পেশ করতে পারবে।
- প্রত্যেক নাগরিক নিজের বিবেক বা বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তার উপর কোন চিন্তা বা ধারণা বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।'

অনুচ্ছেদ ৩৯

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার এবং বাক-স্বাধীনতা

(২) 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে
(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং
(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে:

- প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে কথা বলতে পারবে এবং নিজের ইচ্ছা বা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।
- পত্রপত্রিকা বা সংবাদ-মাধ্যমসমূহ স্বাধীনভাবে দেশবিদেশের খবর এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে ১৮ নম্বর ধারায়ও এই অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যেকোন মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।'

অনুচ্ছেদ ৪০

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

'আইনের দ্বারা আরোপিত বাধ-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যেকোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- প্রচলিত আইনের আওতায় প্রত্যেক নাগরিক জীবিকা হিসেবে নিজের ইচ্ছামতো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে এবং যেকোন কারবার বা ব্যবসা চালাতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রেও এ অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ২৩ নম্বর ধারার (ক) অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

অনুচ্ছেদ ৪১

ধর্মীয় স্বাধীনতা

(১) 'আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।'

(২) 'কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারি কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্মসংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।'

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে:

- প্রত্যেক নাগরিক ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন ও প্রচার করতে পারবে।
- প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।
- কোন অবস্থাতেই কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া যাবে না। কিংবা কোন ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে ১৮ নম্বর ধারায় এ অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। এ ধারায় ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতার পাশাপাশি নিজ ধর্ম পরিবর্তনের স্বাধীনতার অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪২

সম্পত্তির অধিকার

(১) 'আইনের দ্বারা আরোপিত বাধ-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রয়ত্ত্ব বা দখল করা যাইবে না।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- প্রচলিত আইন অনুযায়ি প্রত্যেক নাগরিক সম্পত্তি (জায়গা-জমি-কলকারখানা-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) কেনাবেচা, হস্তান্তর, দান বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করতে পারবে।
- রাষ্ট্র/সরকার বেআইনিভাবে কোন সম্পত্তি গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করতে পারবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৭ নম্বর ধারায় এ অধিকারের যথাযথ স্বীকৃতি রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪৩

গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকিবে, এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

এই অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে:

- বেআইনিভাবে কোন নাগরিকের ঘরে প্রবেশ ও তল্লাশি চালানো কিংবা কাউকে আটক করা যাবে না।
- কোন নাগরিকের চিঠিপত্র, টেলিফোনসহ যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের উপর কোন ধরনের নজরদারি বা আড়িপাতা যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে ১২ নম্বর ধারায়ও এ অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকেরই জীবন-ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।'

অনুচ্ছেদ ৪৪

মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

'এইভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ি হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।'

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

- সংবিধানের তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ অথবা আদায় করার জন্য যেকোন নাগরিকের উচ্চ আদালতে অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করার অধিকার রয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'যেসব কাজের ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হয় তার জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার লাভ বা আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।'

সহায়ক পুস্তিকা প্রসঙ্গে

সহায়ক পুস্তিকা কেন?

চার দশকেরও বেশি সময় আগে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হলেও এতে কী আছে তা এখনও দেশের অধিকাংশ মানুষই জানেন না। সংবিধানের প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে এই অজ্ঞতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষ। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তারা হয়ে পড়ছে আরও কোণঠাসা ও বিপর্যস্ত। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের উপলব্ধি হলো, কার্যকরভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হলে অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। এই লক্ষ্যে সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারবিষয়ক এই সহায়ক পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কাদের জন্য এই সহায়ক পুস্তিকা?

মূলত: প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন মেটানোই এর লক্ষ্য। তবে প্রশিক্ষক সহায়িকা হিসেবে এপুস্তিকা প্রণীত হলেও, সহায়ক তথ্যসূত্র বা রেডি রেফারেন্স হিসেবে এটি প্রশিক্ষণার্থী, উন্নয়নকর্মী এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরও কাজে লাগবে। নব্য সাক্ষর বা স্বল্প সাক্ষর পাঠকরাও এই পুস্তিকা থেকে উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই পুস্তিকায় কী আছে?

এই পুস্তিকায় প্রধানত: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, সংবিধানের আলোকে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য, জনগণের ক্ষমতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারীর অংশগ্রহণ এবং কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে। যেখানে, কোন শব্দ বা বক্তব্য কিছুটা অস্পষ্ট বা জটিল মনে হয়েছে, সেখানে যতদূর সম্ভব সহজভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে তার অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের সঙ্গে এর মিল-অমিলগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে।

এই পুস্তিকা থেকে কারা লাভবান হবেন?

প্রত্যক্ষভাবে প্রশিক্ষক ও উন্নয়ন কর্মীরা লাভবান হলেও চূড়ান্ত বিচারে লাভবান হবেন এদেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও অধিকারবঞ্চিত মানুষ। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের অধিকারবঞ্চিত মানুষকে অধিকার সচেতন করার ক্ষেত্রে এই পুস্তিকা কাজে লাগলে আমাদের পরিশ্রম সফল হবে। এই পুস্তিকা প্রণয়নে যারা বিভিন্নভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার বিষয়ক সহায়ক পুস্তিকা

আমাদের সংবিধান আমাদের অধিকার

participates
in survival strategies
of coastal poor
COAST Coastal Association for Social Transformation Trust